সুরধুনী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

প্রকাশক
শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী কার্য্যালয়
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

মূল্য বার আনা

প্রবাসী প্রেস
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের **সুরধুনী** ॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

অভয় আশ্রমের পুরোধা

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু

তোমার করে দেওয়ার মতো
কি আর আছে মোর,
যা এনেছি তাই নিয়ে আজ
ঘুচাও লাজের ঘোর ॥
মনের ব্যথাই কথায় সুরে
অঞ্জলিতে দিলাম পুরে,
মুক্তামালা কোথায় পাব,—
দিলাম আঁখির লোর ॥
আমি তোমার ভোরের পাখী,
কাজ তো কিছুই নয়,
বৈতালিকে বরি প্রথম
আলোর অভ্যুদয় ॥
আমার মত তোমার কত
সেবক আছে সেবায় রত,
আমার প্রভু তাদের সমান
নাই ভকতির জোর ॥

অভয় আশ্রম
কলিকাতা
২৬শে ফাল্গুন
১৩৩৪ সন ।

পরিচায়িকা

মদীয় অগ্রজ-প্রতিম সাহিত্য-সহায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এই সঙ্গীতগুলি পাঠে প্রীত হইয়া শ্রীমান সুধীরচন্দ্রকে আমার নিকট প্রেরণ করেন। সেগুলি পাঠ করিয়া আমারও বেশ ভাল লাগিল। যে সঙ্গীতগুলি আমার ও আমার সাহিত্যসুহৃদ্‌গণের ভালো লাগিল, সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য সুধীরচন্দ্রকে উৎসাহিত করিলাম। গ্রন্থখানি যদি সুধীসমাজের মনঃপূত না হয়—তাহা হইলে সে অপরাধ সুধীরের নয়—তাহা আমারই। সুধীর এগুলির উপর তেমন ভরসা রাখে নাই, আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়াই গ্রন্থপ্রকাশে উদ্যত হইয়াছে।

রচনাগুলির প্রধান গুণ—ইহার কোনটিই দীর্ঘ নয়—পাঠককে ক্লান্ত করিবে না। ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল ও স্বচ্ছ—নির্ব্বাচিত ছন্দগুলিতে লালিত্য আছে—আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাও যে যথেষ্ট আছে, তাহা সসাহসেই বলি। সঙ্গীতগুলি ভক্তের সহিত ভগবানের, চিরন্তনের সহিত অনিত্যের, চিরদয়িতের সহিত প্রেমার্থীর মিলনাগ্রহময় রসলীলা অবলম্বনে রচিত—আকুতি, নিষ্ঠা, আর্ত্তি, আকুলতা, উল্লাস ও সম্ভ্রমমাধুর্য্য রচনাগুলিতে ওত-প্রোতভাবে বিজড়িত। মিষ্টিক কবিদের দেশে রস-মাধুর্য্যের এইরূপ কলঝঙ্কৃত অভিব্যক্তি নূতন কিছু নয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিমাল্যের পর এ পথে নূতন বৈচিত্র্য প্রত্যাশা করা যায় না। তবু 'রবির' কিরণে ঝলমল টলটল মুক্তানিভ এই বর্ণাঢ্য শিশিরকণাগুলি (অশ্রুকণা ?) লাবণ্যরসিকের চোখে যথাযোগ্য মর্য্যাদা লাভ করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

সীতারাম কুটীর,
কালীঘাট,—কলিকাতা

শ্রীকালিদাস রায়

সম্পাদকের নিবেদন

(শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়)

সঙ্গীতপ্রিয় হইলেও আমি সঙ্গীতজ্ঞ বা সুরজ্ঞ নহি; সুতরাং গানের সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইবে। সম্পাদক হিসাবে যে গুটিকয়েক কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়াই আমি শেষ করিব।

শ্রীমান সুধীরচন্দ্র তাঁহার মানস-উদ্যানের কুসুমগুলি চয়ন করিয়া আমার সম্মুখে যখন ধরিলেন, তখন সেগুলির অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদে আমি সত্যই আকৃষ্ট হইলাম। ছোট ছোট গানগুলি যেন শুভ্রসুন্দর এক একটি যুঁই ফুলের মত, শিশিরস্নিগ্ধ মিষ্টগন্ধে ভরা। গানগুলি পড়িয়া বুঝিলাম, সুধীরচন্দ্র কেবল ছন্দের মালা গাঁথেন নাই, তিনি একজন কবি এবং ভাবুক কবি।

মানুষের হৃদয়-বৃন্দাবনে সারানিশি সারাবেলা ধরিয়া বিশ্বদেবতার যে প্রেমের খেলা চলিতেছে—তাহার হৃদয় যমুনাকূলে যে বাঁশী বাজিতেছে, কবির গানগুলির মধ্যে তাহার সুর ও ছবি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার বৃষ্টি-ধারার মধ্যে কবির বিরহবিধুর শূন্য হৃদয় কখনও দয়িতের জন্য কাঁদিয়াছে, কখনও দুরুদুরু কম্পিত বুকে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে—কখনও সারাজীবনের বাঞ্ছিত-জনকে হৃদয়ের কাছে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে।

হৃদয়রাজ্যে বাঁধাধরা কোন নিয়মের রাজত্ব নাই। বিরহ-মিলন এগুলি আলোছায়ার স্পন্দনের মত,—তরঙ্গের মত উঠে পড়ে,—দিবসযামিনীর মতো চক্রাকারে আসে যায়। তাই গান-গুলির শ্রেণীবিন্যাস করিতে যাইয়া আমি সেগুলিকে বাঁধাধরা কোন নিয়মের জালে আবদ্ধ করি নাই—তাহাদের স্বচ্ছন্দ লীলা-বৈচিত্র্য অব্যাহত রাখিয়াছি।

ভাবুকের চিত্তাকাশে সেগুলি উদিত হইয়া শরতের শুভ্র-স্বচ্ছ মেঘখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচিত্র পথে সেগুলি দিগন্তে উধাও হইয়া গিয়াছে—কোন প্রকার বিধিবন্ধনের অপেক্ষা রাখে নাই। এ সম্বন্ধে আর কিছু লেখা বাহুল্য মাত্র।

কবি সুধীরচন্দ্রের গানগুলির সমাদর দেখিলে নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কৃষ্ণনগর

২৭।১০।২৭

আত্ম-কথা

যিনি আমাকে মনের ব্যথা কথার সুরে প্রকাশ করিবার এই একটু শক্তি ও সুযোগ দিলেন, আজ তাঁর পায়েই আমার প্রথম প্রণতি। যত ব্যথা পাই, তত গান গাই, ততই যেন এমনিতর সুরের মালা গাঁথিয়া তাঁর গলায় পরাইতে পারি। ওগো সুন্দর, দাও, নয়নে আমার সেই নীলকাজলের জ্বালা দাও! এ জীবনে তাই যে আমার সান্ত্বনা, তাই যে পথের একমাত্র সম্বল।

সুন্দরের সেই বেদনার অবদান যাদের হাত দিয়া আমার বুকে মাণিক ফলাইয়াছে, তাদের স্মৃতি আজ নূতন করিয়া হৃৎসরিতের মাঝখানে রক্তকমলের মত ভাসিয়া উঠিয়াছে। যতদিন আমার গান থাকিবে, ততদিন তারাও যে আমার মাঝে নিতুই-নব চিরন্তন।

পরে মনে হইতেছে একজনের কথা, তিনি আমার অগ্রজ-প্রতিম আশ্রম-ভ্রাতা (অভয় আশ্রম) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, যাঁর প্রথম উৎসাহ না পাইলে গান আমার গুণীর সভায় দরদীর খোঁজে বাহির হইবার কল্পনাই করিতে পারিত না। তাঁরই উপদেশে সাহস পাইয়া আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে নিয়া আমার গানগুলি দেখাই। তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় নিজে উহার প্রসাধন ও সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হ'ন, কিন্তু সহৃদয় চিত্তে আমার কার্য্যের সফলতা কামনা করিয়া স্বীয় বন্ধু কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের নিকট আমাকে প্রেরণ করেন।

কবিশেখরের নিকট আমি যে সস্নেহ ব্যবহার লাভ করিয়াছি, তাহা তাঁহার মত মহৎপ্রাণ কবিজন-সুলভই বটে। তিনি গানগুলি পড়িয়া, যাহাতে উহা সকলের শ্রবণমনের

আনন্দদায়ক হইয়া উঠে, সে বিষয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। তিনি যে সুন্দর পরিচায়িকাটি লিখিয়াছেন, তাহাতেই সে আন্তরিক প্রযত্নের প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। তাঁর আশ্বাস-বাণী ভিন্ন আমি সহসা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। কালিদাসবাবুর এই স্নেহের নিদর্শন আমি কখন ভুলিতে পারিব না।

এই বই যিনি সম্পাদন করিয়াছেন, "বাঙ্গলার কথার" সেই সুযোগ্য সম্পাদক, সুকবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, তিনি তো আমার বিজয়-দা, তাঁহাকে ভুলিবার যো নাই। তাঁর বিষয় আর কি বলিব? ভাবধারার ক্রমবিকাশটি অব্যাহত রাখিয়া গানগুলিকে সাজানোর জন্য, তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাঁর মত ভ্রাতৃ-বৎসল ও উদার-হৃদয় ব্যক্তির কাছেই মাত্র আশা করা যায়।

এখানে কবিবর শ্রীযুক্ত নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের আন্তরিক সহানুভূতির কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে আসিতেছে। তিনি আমার ন্যায় অপরিচিতের জন্যও অসময়ে সময় করিয়া অনুরাগের সহিত সমস্ত লেখাগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন।

তারপর স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে যে এই সুযোগে পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, সে সৌভাগ্যে আমি গৌরবান্বিত, আনন্দিত ও কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি। বলিতে কি, অতি সঙ্কোচ ও ভয়ে ভয়েই আমি তাঁর কাছে লেখাগুলি ধরিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়িয়া, তাতে একটি মনোজ্ঞ অভিমত লিখিয়া দিলেন এবং অধিকন্তু অকৃতিকে সাক্ষাতে ডাকাইয়া নিয়া স্নেহসিক্ত মধুময় আশীর্ব্বাণীতে প্রাণে এক নূতন প্রাণের সঞ্চার করিলেন। তাঁর সেই প্রশংস আশার বাণীতে পূর্ব্বে যেটুকু ভয় ছিল, তাহা দূর হইল। তখন শতসহস্র

বাণী-পূজারী গীতি-কবির কম্বুকণ্ঠের কলঝঙ্কৃত বন্দনাগীতির মাঝে, তান-মান-লয়-হীন শুধু মাত্র ক্ষীণ এই এক সুরকম্পন তুলিয়াও পূজামন্দিরের সোপানতলে অগ্রসর হইতে মনে আমার অসম সাহসের বল পাইলাম। কবিগুরু! তুমি যে ভাবে তোমার এই অকিঞ্চন সেবককে লজ্জার দায় হইতে মুক্ত করিয়া নূতন এক দায় বাড়াইয়া দিলে, জানি না, কবে কিরূপে, কোথায় তোমার সেই দায়ভার এড়াইতে পারিব! এই গ্রন্থ প্রকাশে কি অপ্রত্যাশিত আনুকুল্যই না আমার ঘটিয়াছে, ভাবিলে তা বিস্মিত হই। কবিশেখরের ভূমিকা, কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ, তার উপর সুরসজ্ঞ গীত-ভাণ্ডারী পূজনীয় শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গানের দিক দিয়া ইহার সদুপলব্ধি, ও ভারতের অন্যতম কলাকুশলী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির পরিকল্পিত চিত্র-শোভা! ইঁহাদের মত গুণীশ্রেষ্ঠদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়া, আমি ধন্য হইয়াছি ; এখন এই গ্রন্থ প্রকাশে আমার আর কোন ক্ষোভ নাই! ইঁহারা প্রত্যেকেই আমার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, শুধু দুটি কথার কারসাজিতে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার আন্তরিকতাকে যে যথার্থ রূপ দিতে পারিলাম না, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে লজ্জিত রহিলাম। সর্ব্বশেষে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়ের মাননীয় শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা কিছু না বলিয়া পারিতেছি না। 'সুরধুনী'কে যত্ন ও অনুরাগের সহিত সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া তিনি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন

করিয়াছেন। এখন, সহৃদয় সুধী সমাজ যদি অক্ষমের এই প্রথম প্রচেষ্টার অর্ঘ্যকে সহানুভূতির. দৃষ্টিতে গ্রহণ করেন, তবে আগামীতে গানগুলির সুর ও স্বরলিপি দিয়া স্বতন্ত্র-আকারে পুস্তক প্রকাশের বাসন রহিল

শান্তিনিকেতন
২৬শে ফাল্গুন
১৩৩৪ সন

ইতি
বিনীত
গ্রন্থকার

সূচী-পত্র



সুরধুনী

১

আমার ঘরে তোমার প্রভু সহজ আরাধন।
চোখের জলে মনের ব্যথার নীরব নিবেদন॥
নাইকো দেউল, নাইকো দ্বারী,
মন্ত্র, তন্ত্র নাই পূজারী,
গন্ধ-পুষ্প, রত্নাভরণ
নাইকো প্রসাধন॥
ভুবন ভরি' ভবন তোমার,
আছি তোমার ঠাঁই,
কাজ কি বিচার,—আঁধার-আলো,
কোথায় তুমি নাই!
যখন যেথায় যেমন থাকি,
তখন তোমায় তেমনি ডাকি,
মোর সাধনায় নাইকো পৃথক
বিধানের বাঁধন॥

অভয় আশ্রম
কুমিল্লা
১৩৩৩

সুরধুনী

আমার কাছে নাইকো তোমার ভিন্ন পরিচয়।
কতই ভাবে চলছে মোদের প্রাণের বিনিময়!
তুমি আমার পিতামাতা,
পরম প্রিয় বন্ধু, ভ্রাতা,
তোমায় আবার পূজব গড়ি'
কোন্ সে দেবালয়!
আমার কাছে পুণ্য-পাপে
সমান তোমার জয়,
হিসাব করে তোমায় চেনা,
সাধন আমার নয়।
কেবল তুমি নও গোলকে,
তোমার গেহ সর্ব্বলোকে,
এই দুঃখসুখের বিশ্বে তোমার
রসের ধারা বয়॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩

স্বরধুনী

আমি কি আর গাইতে পারি তোমার সভা মাঝে ?
সেথা কতই গুণী, কত যে গান, কতই বীণা বাজে !
তোমার পানে নয়ন তুলি'
গাইতে গেলে কথা ভুলি,
শুধু নীরব অন্তরে ঐ
রূপ-মাধুরী রাজে ॥

সভায় আমার হয় না গাওয়া
স্থর পড়ে রয় নীচে,
হয় না প্রভু, প্রসাদ পাওয়া
থাকি সবার পিছে ॥
ডাক দিয়েছ আজকে যবে,
জানি, সকল ত্রুটি চুকিয়ে লবে,
তোমার সাথেই গাইব এবার,
মরব না হয় লাজে ॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩০



কেমন করিয়া কব কি যে চাই কহিতে।
বুক-চাপা ব্যাকুলতা পারিনে গো বহিতে॥
কম্পিত এ অধরে
যে কথা গুমরি' মরে,
শেল সম আছে মম
অন্তর দহিতে॥
মনোমত ভাষা নাই,—পারে ভাব ধরিতে,
আছে শুধু আঁখিজল নিরজনে ঝরিতে॥
তাই নিয়ে গাঁথি হার
দিবানিশি অনিবার,
মিটে কথা, যায় ব্যথা
যদি পাই দয়িতে॥

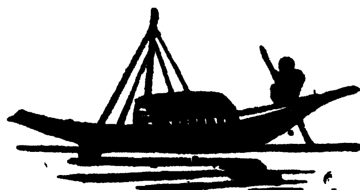
—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩২



কি যেন কি হারিয়ে গেছে প্রাণ করে খালি।
আমার আশার উজল পূর্ণশশী বিষাদে কালি॥
যায় চলে যায় দিন-রজনী,
অনিমেষে প্রহর গণি,
তারে পাবার লাগি একলা জাগি
ব্যথার দীপ জ্বালি'॥
এই জীবনের আসন জুড়ে' তাই ছিল মোর সব,
সেই অভাবে আঁধার ভুবন, সাঙ্গ মহোৎসব॥
মনের কথা কার কাছে কই,
মর্ম্মদুখে তাই মরে রই,
দগ্ধ হিয়ার জুড়াই জ্বালা
অশ্রুজল ঢালি'॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



সুরধুনী

আজি এ সন্ধ্যালগনে,—
বিকশিত কলি পড়িল গো ঢলি'
মলিন বিনত নয়নে ॥
এস হে হৃদয়-কান্ত,
এস সুদূরের পান্থ !
আজি হের ফুলবনে অলি আনমনে
দিগ্‌ভোলা উদ্‌ভ্রান্ত।
বিটপীর শাখে পাখী নাহি ডাকে
নাহি কাঁপে লতা পবনে॥
সোণালি আলোয় গোধূলি-ধূলায়
গোঠের প্রান্তপথ নাহি ছায়,
বাঁশরীর তানে, যমুনার গানে
না বহে উজান বায় ॥
কুলবধূ কেহ নাহি আসে ঘাটে,
স্বপন-পসারী নাহি আসে হাটে,
নীরব আজি সে মুখর কুঞ্জ,
নাহি ডাকে মেঘ গগনে ॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩১

কবে তুমি আসবে প্রিয়,
এই নিশিদিন আশা।
তোমার আসা-যাওয়ার পথের ধারে
বাঁধব আমার বাসা॥
দৈন্য লয়ে দূরে থাকি',
ধন্য হব ধূলি মাখি',
আর কিছু নয়, চাই গো শুধু
একটু ভালবাসা॥
যাবে যখন এ পথ দিয়ে
নাই বা আমায় দেখো,
মনের কোণে একটি কথা
শুধুই স্মরণ রেখো॥
বন্ধু, তোমায় পাবার লাগি'
আমি হেথায় একলা জাগি,
চক্ষে লয়ে ক্ষণেক দেখার
বুক-ফাটা পিপাসা॥

অভয় আশ্রম
১৩৩২

সুরধুনী

কোথা হতে অলখিতে
ধরা দিলে প্রাণে,
—খুঁজেছি তোমারে কতখানে.
সন্ধ্যা-সকাল বেলা
গড়িয়া মানস-ভেলা
ভেসে গেছি কূলহারা
অকূলেরি পানে।
আজি কোথা হতে অলখিতে
ধরা দিলে প্রাণে॥
করমে কথায় মোরে করিয়া বড়,
ব্যবধান রচিয়াছি সুদূরতর॥
বাঁশীতে বেহাগ সাধি'
আজিকে যখন কাঁদি'
নিজেরে উজাড় করি'
ঢেলে দিনু গানে,—
কোথা হতে অলখিতে
ধরা দিলে প্রাণে!

—•—

অভয় আশ্রম
১৩৩৩

সুরধুনী

পোহাল আঁধার-ঘোর বিভাবরী,
একি রূপে দেখা দিলে, মরি গো মরি!
বরষা-বাদল-ধারে
সাজিয়া কুসুম হারে
মধুর মাদল তালে
উতাল করি,'
এ কি রূপে দেখা দিলে
মরি গো মরি!
কালোরূপে না হলে ও গগন আলো,
আজি কি ধরণী রসে লাগিত ভালো!
এমন ভাদর দিনে
শ্যাম জলধর বিনে
চাতকী রহিত কি গো
পরাণ ধরি'?

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
১৩৩৪

স্বরধুনী

উষার অরুণ-আলোর সাথে
গোপন উজল চরণ পাতে
এলে তুমি কুটীরদ্বারে
দূর করি' আঁধার,
পথিক, আমার লওগো দিনের
প্রথম নমস্কার ॥
রঙিন তোমার পরশ লভি'
আজকে নূতন তরুণ সবি,
সবাই যে দেয় তোমায় আপন
প্রাণের উপহার,
পথিক, আমার লওগো শুধুই
প্রথম নমস্কার ॥
ঐ যে পূরব গগন-কোলে তোমার পথের রেখা,
আসা-যাওয়ায় ঐখানেতেই তোমায়-আমায় দেখা
নিতুই তুমি এমনি বেশে
দুয়ার ঠেলে জাগাও এসে,
জীর্ণ বীণার তারখানিতে
যাও দিয়ে ঝঙ্কার ॥
পথিক, আমার লও গো দিনের
প্রথম নমস্কার ॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩০

তুমি মোর এতই ভালো!
যতই হেরি ততই বেড়ি,
ঐ কালোরূপ হৃদয়-আলো॥
প্রাণে প্রাণে মাখামাখি,
আমি নীড়, তুমি পাখী,
'পিউ পিয়া পিউ,'—ডাকি'
সুধার ধারা ঢালো॥
কালো মেঘে তড়িৎ রেখা
—সেই তো তোমার হাসি,
নীল অতলের কমল-আঁখি
দেখতে ভালবাসি॥
সুখে দুখে ধরে হাতে
দরদি গো, থাক সাথে,
সুনিবিড় অমারাতে
প্রদীপখানি জ্বালো॥

অভয় আশ্রম
১৩৩২

গান এল মোর মনে মনে আজকে ফাগুনে ;
সুরের খেলায় নইকো গুণী, গাইব কী গুণে !
শতেক যুগের জীর্ণ বাঁশী
রন্ধ্র যে তায় রাশি রাশি,
গাইতে কি আর পারবে শুধু
কাঁদবে দ্বিগুণে ॥

যার এতদিন পাইনি দিশা স্বপন-মনহরা,
গানের মাঝে অন্তরে আজ দিল সেই ধরা।
প্রাণ হতে তায় বাহির পানে
রূপ দিতে চাই রাগের টানে,
আঁকতে গেলে রঙ জ্বলে যায়
ব্যথার আগুনে ॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



সদয় হয়ে এলে যদি ফিরো' না রুষি'।
ক্ষমা কর অক্ষমে, হও স্বগুণে খুসি ॥
কোথায় আমার অর্ঘ্য-ডালা,
কোথায় প্রদীপ, বরণ-মালা,
পূজার কিছু নাই উপচার
কি দিয়ে তুষি ?
মোর জীবনের বনমালি,
চাও কী উপহার ?
আমাতে যে তোমার প্রভু
পূর্ণ অধিকার !
তোমার আপন ইচ্ছামত
চয়ন কর পুষ্প যত,
হৃদয় রসের উৎসটি লও
নিঃশেষে শুষি' ॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩

বাঁশীতে ভুলায়ে কালা
কেন বা লুকালে ওই!
বিরহে যে ব্যথা বহি,
কে বুঝিবে কারে কই!
তোমা লাগি' বনমালি,
লাজে, ভয়ে দিনু ডালি,
কূলেতে লাগায়ে কালি
কলঙ্ক-পসরা বই ॥
যদি হে না দাও দেখা,
সে মোর করম-লেখা,
মরমে ও' স্মৃতিরেখা
দেখে আজো বেঁচে রই ॥
বহুতে বিলাস কর,
অথবা আমারে বর,
তবু মোর প্রিয়তর
নাহি জানি তোমা বই ॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

কে দেখেছিস কোথায় তারে
বল্ গো তোরা বল্।
তার সে গহন গোপন বাসে
আমায় নিয়ে চল্ ॥
আর সবারে রাখি' দূরে,
সে রহে মোর মর্ম্ম জুড়ে'
সকল কাজে স্মৃতির ব্যথায়
নয়ন ছল ছল ॥
সে ধন ছাড়ি' রইতে নারি, দহে হৃদয়তল,
বারেক মোরে সে রূপ দেখা, হই গো সুশীতল ॥
রইব শুধু সে আর আমি
মিলন-মধুর দিবস-যামি,
সে যে আমার জীবন-সুধা
সংসারে সম্বল ॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

নিঠুর হে,
নিশিদিন ডাকছি এত
তবু তো পাইনে দেখা !
বল না অন্ধকারায়
কত কাল রাখবে একা ?
সখা মোর, আসবে বলে
আসে দিন যায় বিফলে,
পড়ে না পরাণ-পাতে
বারেক ও চরণ-রেখা ॥
পারাপার বন্ধ করি'
মাঝি নাও বাঁধল তীরে,
পূরবীর সুর মিলায়ে
বিহগ ঐ যায় গো নীড়ে।
ছুয়ারে সন্ধ্যা নামি'
এল যে আজও স্বামি,
এবারে আকাশ-পারে
পাব কি প্রণয়-লেখা ?

অভয় আশ্রম
১৩৩২

সখি, শ্যাম এলো না আজো
এ মাধবী-কুঞ্জে !
শুভ্র জ্যোৎস্না ভরা
গন্ধ-মধুর ধরা,
ফুলে ফুলে অলিকুল
সুললিত গুঞ্জে ॥
পিয়া বিনে হিয়া জ্বলে প্রাণ-সজনি,
কে বুঝে কেমনে যাপি দিবা-রজনী !
শুধু শুধু অধিনীরে
ভাসায়ে নয়ন নীরে
বল দেখি ইথে সে কি
চিতে সুখ ভুঞ্জে ?
এত যে যতন করি' গাঁথিনু মালা,
কার গলে দোলাইব না এলে কালা !
না দেখে বিদরে বুক
দেখে আরো বাড়ে দুখ,
কি যে করি সহচরি,
বিধাতা বিগুণ যে !

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

—*—

স্বরধুনী

প্রভাতী রাতের পোহাতি তারা,
আলো-আঁধারে দুকূল হারা ॥
মলিন মুখে, গগন বুকে
রোধিয়া চোখে নিবিড় ধারা ॥
দিবস তারে বাসে না ভালো,
চাহে না দ্বারে তাহারি আলো,
রজনী পাশে যদি সে আসে
মরে নিরাশে, পায় না সাড়া ॥
না আছে তাপ, প্রদীপ জ্বলে,
না আছে ঝাঁপ, প্রবাহ চলে ॥
ভরিয়া মধু পরাণপুটে,
তবু তো বঁধু গোপনে ফুটে,
শয়ন-পর আসে না বর,
বাসর-ঘর মরণ-কারা ॥

শান্তিনিকেতন
১৫।১০।৩৪



সখি, কি যেন কি হল প্রাণে!
ঘরে মন মোর ধরে না কো আর
কে যেন বাহিরে টানে॥
দিশে দিশে হেরি এ কি শিহরণ,
পুলকে আকুল নিখিল ভুবন,
শুধু ফাগুনের এ গান, গন্ধ, বরণ
আমারে বেদনা হানে॥
আমি যে সরলা, অবলা অখলা,
হাতে পায়ে লাজ-বেড়ী,
আঁখি-নীরে ভেসে শুধু অনিমেষে
আসা-পথ আছি হেরি'॥
এ জীবন বনে যৌবন কলি,
রূপ-রস-ভারে উঠিছে উজলি'
আজো কি রভসে আসিবে না অলি,
চলিবে কি অভিমানে?

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

আজি বিদায় বেলা,—
শেষ হল অসময়ে
সাধেরি খেলা !
বিরহ-ঝটিকা ঘোর
ছিঁড়িল মিলন-ডোর,
অশ্রু-সাগরে ভাসে
জীবন ভেলা ॥
কোথা সে মধুর বীণা, মোহন বাঁশী,
সুরভিত মালিকার কুসুমরাশি !
নিশীথ-স্বপন প্রায়,
সকলি মিলালো হায়,
ফুরাইল হাসি, গান,
ভাঙিল মেলা ॥

—c—

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



এত দিনে বুঝি প্রিয় পড়িল মনে।
জীবনের শেষ দিনে—বিদায়-খনে
তিলে তিলে মরি' দুখে,
স্মৃতিটি লইয়া বুকে
মুছে যেতে চেয়েছিনু কাল মরণে,
ঘুচাতে মরম জ্বালা চিতা-শয়নে।
শরত বসন্ত এল ফুলে ফলে,
বরষা বিষাদে কেঁদে গেল চলে॥
কত না দিবস-রাতি
দুয়ারে আসন পাতি'
পথ পানে চেয়ে চেয়ে বিজন বনে,
অশ্রু ঝরেছে কত নয়ন-কোণে।

অভয় আশ্রম
১৩৩২



সুরধুনী

ও আমার পরাণের পরাণ!
ক্ষণেক চোখের আড়াল হলে
মন করে আন্‌চান্‌॥
তব রূপ-সায়রের কমল-সুধা,
লুব্ধ চিতের বাড়ায় ক্ষুধা
সকল দেহ অধীর হয়ে
তোমায় করে পান॥
তুমি উষার তরুণ রবি, রূপরসে ভরপুর,
আলোয় ছোঁয়ায় জীবন কর আনন্দে মধুর।
সুন্দর-শিব-সত্য সাজে,
সৃষ্টি হেরি তোমার মাঝে,
তোমার যত মান অভিমান,
সে যে আমার গান॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



ভাল বাসি তাই তোমারে যখন তখন ডাকি,
মুখের সাড়া শুনবো বলে শ্রবণ পেতে রাখি ॥
সামনে এসেও দাওনা ধরা,
মুচ্‌কি হেসেই পালাও ত্বরা,
ক্ষণেক দেখায় বেদন বাড়ে
তৃপ্ত না হয় আঁখি ॥
চটুল তোমার মধুর দিঠি
নিঠুর তুমি শঠ,
খেলার ছলে রক্তরাগে
রাঙাও চিত্তপট ॥
সরস করপরশ তব
দেয় বিষাদে হরষ নব,
দাঁড়াও বারেক, রূপের ধারা
সকল দেহে মাখি ॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩২



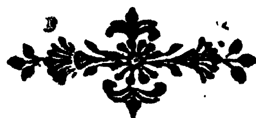
সুরধুনী

শুধু কি দরশ দিবে,,
পাব না পরশ তব ?
বিরহের দিন কাটে না,
আসে যায় বরষ নব ॥
মরুতে রসের নদী
স্বজিলে বারেক যদি,
কেন মোর তৃষায় বারি
রাখ আর সুদুর্লভ ?
বঁধু হে, সুদূর নভে
রবে কি বিধুর মত ?
নিরাশে বামন সম
হবে মোর দিবস গত ?
তুষিবে মুখের ভাষে
নিবে না বুকের পাশে,
চাতকী মেঘের পানে
আজো কি চেয়েই র'ব ?

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪

মানসী আমার,
আজিও ঘুচাবে না কি নয়ন-আসার।
গন্ধ-প্রদীপ-জ্বালা
এমন দীপালি-আলা—
সাধেরি বাসর মোর
হবে কি আঁধার।
ব্যথার গোলাপে গাঁথা
গীত-মালিকা,
গলে পরি' আঁক ভালে
প্রণয়-টীকা।
কতদিন ছায়া সম
ভাসিবে নয়নে মম।
এস নামি' কায়া ধরি'
জীবন মাঝার॥

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪



বঁধু হে এলেই যদি
কেন বা যাও গো ফিরে,
পরায়ে কণ্ঠে মালা
কেন বাজ হান্‌বে শিরে।
দিলে যা উজাড় করি',
নিলে তার দ্বিগুণ হরি'
হৃদে কি রাখবে নিদয়
ছুদিনের বান্ধবীরে ?
বিরহের বেদন ভারে
আঁধারেই ছিলেম ভালো,
কি লাগি' মিলন রাতে
আলেয়ায় করলে আলো ?
যদি হে যাবেই চলে
বাঁধিব কিসের বলে।
নিয়ে যাও বিদায় বেলা
নয়নের বিন্দু নীরে ॥
কখনো মনের ভুলে
যদি আর না দাও দেখা,

মরমের চিত্র পটে
একে যাও চরণ-রেখা ॥
তোমার ঐ চিহ্ন ধরি'
সারাটি জনম ভরি'
একেলা ফিরব কেঁদে
বিষাদের সিন্ধুতীরে।

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪



স্বরধুনী

উতল এই শাঙন রাতে
বাদলের বরিষণে,
এস হে বন্ধু আমার
বিজন এই মন-ভবনে ॥
ডাকে মেঘ 'গুরু গুরু',
ঝরে জল 'ঝুরু ঝুরু',
কাঁপে বুক 'দুরু দুরু'
বরজের গরজনে ॥
একা এক শূন্য ঘরে,
কেমন রই গো পড়ে ?
বিরহে বুক বিদরে
নিদ যে নেই নয়নে ॥
বাহিরে কালোয় কালো,
ঘরেও নাই কো আলো,
বঁধু গো, প্রদীপ জ্বালো
বারেকের পরশনে ।

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

বাদল মেঘের কাজল ছায়ায় ছাইল শালের বন,
আজ এই শ্রাবণ-সন্ধ্যা-বেলায় দাও গো দরশন ॥
ঐ দূরে মন্দিরের মাঝে
সন্ধি-পূজার ঘণ্টা বাজে,
আমার ভজন ঘরে শুধুই
নীরব আয়োজন ॥
ঈশান কোণে বিষাণ বাজে
বাদল এল মাতি ;
সামনে আমার ঘনায় ধীরে
গভীর ঘন রাতি ॥
নাই কুটীরে আলোর রেখা,
তায় যদি আজ না পাই দেখা,
কেমন ক'রে কাটবে নিশি
নিঝুম নিরজন ?

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩১



সুরধুনী

এসেছে আগুন জ্বেলে
ফাগুন এই হৃদকাননে।
ঘরেতে রইতে নারি
মরি গো মন-বেদনে॥
হারিয়ে পথের দিশে
গোলাপের গন্ধে মিশে
আজিকে আসবে কি সে
দখিনের ধীর পবনে!
চাঁদিমা নীলাম্বরে
দোলে কার কোলের পরে।
অলি ঐ ঘুমের ঘোরে
মালতীর আলিঙ্গনে।
পাপিয়া বাজায় বাঁশী—
কে যেন বলছে-"আসি,"
বিরহের দুঃখরাশি
বুঝি বা যায় মিলনে

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

ফিরাবে কি বারে বারে ?
পরাণ-পিয়াসা মিটাতে হে নাথ,
আজি ও এসেছি দ্বারে ॥
তোমারে বরিতে কি আছে আমার,
গলে কি পরিবে শুধু ফুলহার ?
কত না রতন দিল কতজন,
আমি দিব আপনারে ॥
বিশাল ভুবন ভরিয়া তোমার
বহিছে করুণাসিন্ধু,
বহুদূর হতে আগত পান্থ
পাব না কি এক বিন্দু ?
কত শোক তাপে তাপিত এ চিত,
তাহে আরো দুখ দিয়ো না দয়িত,
চরণযুগল ধুয়ে যাব শুধু
বারেক নয়ন-ধারে ॥

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪

সুরধুনী

তাই ভালো গো তাই ভালো !
মোর মানসের অরূপ-রাসে
রূপের প্রদীপ নাই জ্বালো ॥
বিরহের এই অগ্নিশিখা
নিত্য সাজায় দীপালিকা;
হোক না ধূমে বাহির কালো
হৃদয় তো মোর রয় আলো
তাই ভালো গো তাই ভালো ॥

বেদন আমার বুকের মাণিক,
কাঁদন আমার কণ্ঠহার,
অশ্রু যে মোর উপলতলে
ফলায় রসের ফল্গুধার ॥
মরণ-হরণ স্মরণ-সুধা
মিটায় মনের মিলন-ক্ষুধা,
সুদূর হতেই এমনি যদি
শুধুই বীণায় সুর ঢালো,—
তাই ভালো গো তাই ভালো ॥

—o—

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪

সে যে কি ব্যাথা,
কাহারে বলি।
বঁধু আমার, আসে না আর
অরঘ-হার গিয়াছে দলি' ॥
কাঁটার ঘায়ে কেতকী সম
মাধুরী ভায়ে হৃদয়ে মম,
সে মধু পানে মরণ আনে
তবু না মানে বিরাম অলি ॥
তটিনী-তীরে বিটপী-শিরে
বিহগ ধীরে গাহিছে নীড়ে,
করুণ-সুরে নয়ন ঝুরে,
পরাণ জুড়ে ছায়াটি ঘুরে।
বিজুরী-লতা হেরিলে মেঘে
বিরহ-ব্যথা উথলে বেগে,
নিরাশা-দুখ্ দহে গো বুক
তবু কি সুখ এ দাহে জ্বলি'।

—০—

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪

পাইবে না বলে কেন কাঁদ নিরাশায় ।
সে যে সহজে সবারি মাঝে বিরাজে ধরায় ॥
লতা-পাতা, ফুলে, ফলে,
আকাশে, বাতাসে, জলে,
রবি-শশি-তারা তলে
গোপনে বেড়ায় ॥
লুকোচুরি করি ফিরে ভুবন ভরি',
ফিকিরে খেলার ফাঁকে ফেল না ধরি' ॥
জপ, তপ, আরাধন
নাহি কোন প্রয়োজন,
শুধু আলো কালো সবি মন,
ঢালো তাঁরি পায় ॥

—•—

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



যতই গভীর গোপন গুহায় লুকাও না আপনাকে,
আমি তোমায় করব বাহির শুধুই সহজ ডাকে ॥
তোমার রবি, তোমার তারা,
সবাই যে দেয় তোমার সাড়া,
সবার মাঝে প্রকাশ তোমার
আড়াল কোথায় থাকে ?
বীণার তানে ও' মায়াবি, নিত্য সকাল-সাঁঝে,
লও হরে মোর চিত্ত সুরের স্বপ্ন-পুরীর মাঝে ॥
মায়ায় তব আর কি ভুলি,
মোহাবরণ দেখব তুলি,'
হাতে হাতেই ধরব এবার
লুকোচুরির ফাঁকে ॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



তুমি হবে আপন আমার প্রাণের ভালবাসায়।
থাকবে তুমি সঙ্গী আমার সকল কাঁদা-হাসায়॥
আমার গভীর মরম-দাহে
তোমার কি প্রাণ কাঁদবে না হে?
জীবন কি মোর কাটবে শুধু
মিথ্যা পাওয়ার আশায়।
এতই নিঠুর প্রাণ কি তোমার এতই অভিমান,
টলবে না কি লাগবে যখন আকুল প্রেমের টান?
অর্ঘ্য আমার ঘৃণায় দলি'
যতই দূরে যাও না চলি,'
ছদিন পরে আসবে দ্বারে
প্রেম-সুধা-পিপাসায়॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩২



আজকে আমার মনের বনে বাজায় কে রে করুণ বাঁশী,
উতল ধারায় বাঁধন ছাড়ায় বেদন-বিধুর সুদূর-বাসী!
আমার প্রাণের লতায় পাতায়,
সবুজ বুকের তৃণের মাথায়,
গহন-কোণে, ঝিলিক মারে
বুক-ফাটা কার নিঠুর হাসি!
সকল দেহ জড়িয়ে ধরে
কার অনুরাগ রসের ঝরা,
যৌবনেরি দিলদরদী
কে এলো রে মরণহরা!
পঙ্কিল মোর অন্ধকূপে
ভরল কে বা অতুল রূপে,
কার প্রীতির ঐ মুক্ত-ধারায়
চিত্ত-কমল উঠল ভাসি'!

অভয় আশ্রম
১৩৩১

গানের সুরে ঘুরে ঘুরে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে।
সুদূর পারের বঁধুর বীণা হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে
নির্ঝরঝরা উজার ক'রে
বাণ ডেকেছে মরুর' পরে,
শুভ্র-তুষার, উষার হাসি,
ঊষর বুকে আজ ঐ রাজে॥

বকুল, চাঁপা, শিউলি-ডালে,
বিহগ কাঁদে গানের তালে,
সুবাস বায়ু বেহাগ-রাগে
উধাও হ'ল উদাস সাঁঝে।
বিয়োগ-বিধুর বঁধুর কাঁদন
ওরে ছিঁড়েছে মোর মর্ম্ম-বাঁধন,
আর আমারে খাঁচায় পুরে'
রাখতে কোথাও পারি না যে!

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩১

বুঝেছি আজ বঁধু হে
তুমিও মিলন-কামী।
মিছে এ মন-বেদনা
তোমারে দিলাম আমি॥
তুমি যে বিশ্ব-মাঝে
রাজ বিচিত্র সাজে,
মরুতে ফল্গু সম
তব প্রেম অন্তগামী॥
আমারি সঙ্গছাড়া
বহে কি রঙ্গ-ধারা ?
ধরাতে রসের লীলায়
কে তব দোসর স্বামি।
অনাদি কাল অবধি
বিরহের অশ্রু-নদী
তবু তো দোঁহার বুকে
বহিছে দিবস-যামি॥

শান্তিনিকেতন
১৩৩৪

সুরধুনী

ফিরে ফিরে আসে ফিরে যায় ধীরে,
বরষে বরষে শত আশায়।
হরিষে বিষাদে আঁধার-আলোকে
বুক-ভরা কত ভালবাসায়।
ফাগুনে নবীনা সবুজ বরণে,
সুবাস ছড়ায়ে উদাস পবনে
রূপসী মানসী প্রেমিক-স্বপনে
আসে কত গানে কত ভাষায়।
সে আসে মধুর শারদ প্রভাতে
শেফালিকা মালা হাতে,
সলাজ হাসিতে স্নিগ্ধ শোভাতে
মৃদুল চরণ-পাতে॥
নিদাঘ-দিবসে নিরাশা-উতলা,
চোখে নাই বারি, হৃদে বাড়ে জ্বালা,
বারে বারে দলি বরণের ডালা,
তবু এসেছে আজো সে প্রেমতৃষায়॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৮

সুরধুনী

ঝর ঝর্
ঝর্ ঝর ঝর্
ঝরিছে বাদল ধারা।
সুমধুর
গন্ধে, গানে,
ধরণী পাগল-পারা॥
শিখিনী মনের সুখে
নাচে ঐ তমাল বুকে
তটিনী লহর তুলে
দুকূলের আগল-হারা॥
উদাসী বাঁশের বনে
আজ এ কি বাজল বাঁশী!
কেতকীর কোমল ঠোঁটে
উথলি' উঠল হাসি॥
বুঝিবা সদয় বিধি,
মিলালো হৃদয়নিধি,
যেদিকে চাই সেদিকে
যেন তার পাইগো সাড়া॥

অভয় আশ্রম
১৩৩২

সুরধুনী

রিনিকি ঝিনিকি রিনি বাজে।
বহু কাল পরে মোর ঘুচিল বিরহ ঘোর,
সুন্দরী এল পুর মাঝে॥
মলয় বিতরে তার উত্তরী-গন্ধ,
পল্লবে তৃণে তার নৃত্যেরি ছন্দ,
কুসুমে সুষমা রাশি,
জ্যোৎস্না বিকাশে হাসি,
সুধা-করে মুখছবি রাজে
জ্বালিল রূপের আলো দোরে দীপালি,
মুছে গেল ছিল যত মনের কালি॥
অভেদ বাহির-ঘর,
নাহিক আপন-পর,
আজিকে হল কি বুঝি না যে



শান্তিনিকেতন
১৩৩৪



সুন্দর তব মুখারবিন্দ স্নিগ্ধ শ্যামল অঙ্গ,
হেরি' ও মাধুরী মুগ্ধ মদন দেয় যে সলাজে ভঙ্গ ॥
ও' দু'টি নয়ন বাণে
হান যারে সেই জানে,
কি যে খরশান, বিদারি' পাষাণ
পরাণ উপাড়ি' আনে ॥
বাসনাক্ষুব্ধ বিষয়লুব্ধ ভুলিয়া বিলাস-রঙ্গ,
মধুর গন্ধে পরমানন্দে মাগে ও' সুখদ সঙ্গ ॥
ও' যুগল ভুজ-মাঝে
বন্ধন দিতে মত্ত বসুধা,
মৃণাল মরে যে লাজে।
সুধাকর-সুধা ছানি'
গড়া সে অধরখানি,
আহা কি দশন চারু দরশন,
মণি যায় হার মানি'।
নটন-ছন্দে তটিনী বন্দে, নীরব গানে বিহঙ্গ,
যুগ-যুগান্ত হে হৃদিকান্ত তুমিই মোর ত্রিভঙ্গ

অভয় আশ্রম
১৩৩৪

—০—

শ্যাম সুন্দর গোপী-মনোহারি।
যমুনারি কূলে নীপতরু মূলে
বঙ্কিমঠামে শোভে ত্রিভঙ্গ মুরারি॥
বাঁশরীতে সাধে তান,—'আয় আয় আয়,
গৃহ, কুল, মান, ত্যজি' গোপীকুল ধায়।
যমুনা উজান বয়,
মলয় থমকি' রয়,
তরু-শাখে বিস্ময়ে
গীত শুকশারী॥
রুণু ঝুণু রুণু বাজে চরণে নূপুর,
গলে বনফুল মালা, শিরে শিখিচূড়,
নীল-নলিন-আঁখি,
প্রেমের অমিয় মাখি'
ঢুলু ঢুলু দিঠি বাণে
হানে ব্রজনারী॥
কাঁধে কাল কুঞ্চিত দোলে কেশদাম,
চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অভিরাম,
পরিধানে পীতবাস,
মুখে মৃদু মৃদু হাস,
নাহি মিটে অভিলাষ
সে রূপ নেহারি'॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৬

—০—

বাজাও গুণী বাজাও শুনি
অস্ত-রাগের উদাস বেণু,
তোমার ঐ বিদায় গানে ঘরের পানে
ধায় গোঠেরি অধীর ধেনু ॥
মোহন সুরে সরম ভুলি'
আড়-নয়নে ঘোমটা খুলি'
রূপের খনি সন্ধ্যামণি
গায় ছুড়ে দেয় গন্ধরেণু ॥
কাহার শাপে ব্যথার তাপে
জ্ব'লেই তব জন্ম সারা,
হায় কি লেখা! আজও দেখা
দেয় না বঁধু সন্ধ্যাতারা!
মরণকালে করুণ-আঁখি
শেষ মিনতি জানায় ডাকি,
হৃদয়-ভাঙা রক্ত-রাঙা
সে ডাক তোমার শুনতে এনু ॥

—০—

শান্তিনিকেতন
১৭।১০।৩৪

যায় বেলা যায়।
কে ডাকে ওপার হতে
—"আয় ঘরে আয়॥"
সন্ধ্যা ধূসর-কায়া
চোখে দিল তারি ছায়া,
হৃদয় উদাস করি'
সে রূপ কাঁদায়॥

অভয় আশ্রম
১৩৩১



সুরধুনী

ডাক এসেছে, ডাক এসেছে
আজ অবেলার বাদল বায়ে।
দিনের দেনা চুকিয়ে আমার
যেতে হবে ঐ পারের নায়ে॥
হাটে এসে কোন সকালে
বেচাকেনার ভুল খেয়ালে
বেলা গেল মাল গুছাতে,
এখন কাঁদি বোঝার দায়ে॥
গগন হতে ভীম গরজি'
কে দেয় পিছে হানা,
দিক্‌বিদিকে আঁধার-ভরা
নাই কোন পথ জানা॥
'দুর্যোগের এই ঘোর বিপাকে
চলছি আমি ঘরের ডাকে,
ফিরব না আর বাজুক ব্যথা
যতই কেন বাজের ঘায়ে॥

—•—

অভয় আশ্রম
১৩৩০

সুরধুনী

বিদায় মাগি ও চরণে,
সারা হল খেলা
নাহি আর বেলা,
আসি তবে রেখো স্মরণে ॥
দিবানিশি আমি উদাস পরাণে
গান গেয়ে চলি পথ যেথা টানে,
দুদিনের তরে
এসে তব ঘরে
মজিনু জীবন-মরণে ॥
তোমা ছাড়ি' যেতে চরণ অবশ
নয়নে বাদল ঝরে,
পরাণ কেঁদেছে তবু যে আবার
নূতন পথের তরে ॥
ঐ ঐ বাজে পথের মুরলী,
বলে,—"আজো কিরে মোরে ভুলে র'লি?"
মায়াবেড়ী খুলি'
দাও পদধূলি,
ধাই সুর-অনুসরণে ॥

অভয় আশ্রম
১২।১১।২৭

—০—

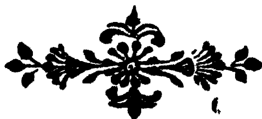
যেতে যখন হবেই তখন
আর কেনরে করিস্ দেরী?
বের হ'য়ে পড়, দিনের বেলা
ঐ বেজেছে বিদায়-ভেরী॥
ফিরে ফিরে ঘরের পানে
চাস্ কেন আর আকুল প্রাণে?
কেউ যদি রে পিছন টানে
আয় ছিঁড়ে আয় মায়ার বেড়ী॥
হ'য়ে কি আজ সঙ্গীহারা,
ব্যথায় ঝরে নয়নধারা?
এদিক-ওদিক ভাবনা ছাড়া
একদিকে পথ চল না হেরি॥
দে ছেড়ে সব লাভের দাবী,
সময় হ'লে সবই পাবি,
ভাব্‌লে শুধু কাল হারাবি
রাতের আঁধার আস্‌বে ঘেরি'॥

—০—

অভয় আশ্রম
১৩৩৩

দিগন্তে ঐ সুন্দর-দূত বাজায় করুণ বাঁশী,
বন্ধু সবে দাও গো বিদায় এবার তবে আসি ॥
রক্ত-রাগের আলোর তরী
এল আমায় নিতে হরি',
শিরে ধরি' সবার আশীষ
অসীমে আজ ভাসি ॥
নিত্য-চলার পথের মাঝে কয়েক দিনের তরে
এসেছিলাম সাথীর সাজে তোমাদেরই ঘরে ॥
দিলাম যাহা, নিলাম যাহা
থাক চিরদিন সত্য তাহা,
সার্থক হোক আনন্দে সুখ
—দুখের কাঁদন-হাসি ॥

অভয় আশ্রম
১৩৩৩



সুরধুনী

সুরের ঐ সুরধুনী
চিরদিন বওয়াও প্রাণে,
মুছে দাও মনের কালি
রসেরি উতল বানে ॥
তোমার ঐ গানের মধু
যদি না পাই হে বঁধু,
জীবনের যাত্রা-পথে
চলিব কিসের টানে ?
জগতের যতই কাজে
যখনই বাঁধা পড়ি,
সুমধুর বেণুর সুরে
ডেকো হে আমায় স্মরি' ।
সারাদিন দেখব মেলা,
কত যে খেলব খেলা,
সাঁঝেতে আসবো ছুটে
পূরবীর করুণ তানে ॥

কৃষ্ণ নগর
১৩৩৪

সমাপ্ত